ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ

কল্যাণকুমার কুণ্ডু

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা	৯-১০
ভূমিকা	১১-১৬
ইতালি ১৯২৫	১৭-৯৪
মুসোলিনি, ফ্যাসিজ্‌ম ও তৎকালীন ইতালির রাজনীতি	৯৫-১০৬
ইতালি ১৯২৬	১০৭-২৬৬
উত্তরপর্ব	২৬৭-৩১০
উপসংহার	৩৩১-৩৩০
বিষয়সূচি	৩৩১-৩৩৪
পরিশিষ্ট	৩৩৫-৩৬০

প্রকাশকের কথা

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত গবেষণামূলক যে-কোনো বিষয়ের লেখার প্রতিই বাঙালি প্রকাশক হিসেবে স্বভাবতই আমাদের একটা আন্তরিক আবেগ কাজ করে যায়। বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি আমাদের বরাবরই রয়েছে অনন্ত দুর্বলতা। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তাই ভালো পাণ্ডুলিপি পেলেই, তা প্রকাশের একটা তাগিদ অনুভব করি। সেই প্রেক্ষিতেই ইতিপূর্বে 'পুনশ্চ' থেকে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এই গবেষণামূলক গ্রন্থটির লেখক কল্যাণবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয় নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্রে। আলাপের পর পাণ্ডুলিপিটির অভিনবত্ব লক্ষ করে বইটি প্রকাশের কথা ভাবি। সুদূর লন্ডনে থেকেও এ-ব্যাপারে কল্যাণবাবুর নিরন্তর সহযোগিতার কথা অবশ্যই মনে রাখার মতো। আমাদের পাঠানো প্রুফ বার বার তিনি দেখে দিয়েছেন গভীর নিষ্ঠা সহকারে। আর কলকাতায় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর সহযোগিতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এজন্য তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

১৯২৫ ও ১৯২৬; রবীন্দ্রনাথ দু'বার গিয়েছিলেন ইতালি ভ্রমণে। সেই সফর নিয়ে ইতিপূর্বে কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ 'On the Edges of Time' গ্রন্থে পিতার ইতালি-ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৬-এর ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র ও নির্মলকুমারী মহলানবিশও। সমকালে এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের লেখায় ('Visva-Bharati Quarterly')-তে।

শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশও কবির সঙ্গে তাঁর ইতালি সফরের চমৎকার স্মৃতিচারণা করেছেন 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' গ্রন্থে।

কিন্তু কল্যাণবাবুর এই গ্রন্থে (ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ ও মুসোলিনি প্রসঙ্গ) ইতালির সংবাদপত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি প্রথম সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। লন্ডনে ইতালীর সংবাদপত্র আদৌ তেমন সহজলভ্য নয়, যেমনটি পাওয়া যায় রোমের জাতীয় গ্রন্থাগারে। বেশ কয়েকবার রোমে গিয়ে সেই সমস্ত পুরনো সংবাদপত্র সংগ্রহ করে, রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের অভিজ্ঞতাকে কল্যাণবাবু এই গ্রন্থে যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যা পাঠকদের সামনে একটা নতুন বিষয়ের উন্মোচন ঘটাবে বলে মনে হয়।

১২ জানুয়ারি, ২০০৯
কলকাতা

শ্রীসন্দীপ নায়ক
পুনশ্চ

ভূমিকা

১৯২৫/২৬ সালে ইয়োরোপ ভ্রমণের বিবরণ খসড়ার আকারে লিখে রেখেছিলেন রথীন্দ্রনাথ তাঁর দিনলিপিতে। পরবর্তীকালে এই দিনলিপি অনুসরণ করে পিতার ইয়োরোপ ভ্রমণের বিবরণ *On the Edges of Time* গ্রন্থে বিধৃত করেন তিনি। নতুন সহস্রাব্দে সুপ্রিয়া রায়ের সম্পাদনায় রথীন্দ্রনাথের সেই খসড়ার অন্তর্গত ইতালি অংশটি হুবহু রবীন্দ্রবীক্ষায় প্রকাশিত হয় (খণ্ড ৩৭, ২০০০)। এর কালসীমা ১৯ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫—রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইতালি সফরের অন্তর্বর্তীকালীন সময়। ১৯২৬ সালের ইতালি সফরে রথীন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে মহলানবিশ দম্পতিও কবির সঙ্গী ছিলেন। সেই সময় কবির ইতালি সফরের বিবরণ প্রকাশিত হয় মহলানবিশের লেখায় *Visva-Bharati Quarterly*-তে—কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে। বিস্তারিত প্রতিবেদনটি সাময়িকভাবে হারিয়ে যায় আবার তা এক সময় ফিরে পাওয়া যায়। সেই পূর্ণতর প্রতিবেদনটি উমা দাশগুপ্তার সৌজন্যে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রবীক্ষায় (খণ্ড ৩৮, ২০০০)। যেহেতু ১৯২৬-এর সফরের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র, তাই এই বিবরণ রবীন্দ্রগবেষণার ক্ষেত্রে এক নির্ভরযোগ্য সম্পদ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের সমালোচনা করেছেন রোঁমা র‍্যলাঁ তাঁর জার্নালে। সেই তথ্যাদির অধিকাংশই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা থেকে—যা ধরা আছে ওই প্রতিবেদনে। সবশেষে ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ইয়োরোপ সফরের এক রম্য স্মৃতিচারণ করেছেন শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' গ্রন্থে। তবে মনে রাখতে হবে এই স্মৃতিচারণ চার দশক পরে লেখা, তাই বেশ কিছুটা স্মৃতিনির্ভর।

রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর প্রসঙ্গে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে আছে ইতালি সফর সম্পর্কিত বিভিন্ন শিরোনামে পাঁচটি মূল্যবান ফাইল,—ফর্মিকি, তুচ্চি, মুসোলিনি, ইতালি এবং সাল্‌ভাদোরী। মূলত চিঠিপত্রে ভরা এই ফাইলগুলি রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর নিয়ে গবেষণার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত অপরিহার্য সম্পদ। ইংলন্ডের ডার্টিংটনে এলম্‌হার্স্ট অভিলেখাগারে আছে ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের কিছু নথিপত্র এবং এই প্রসঙ্গে এলম্‌হার্স্টের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র। ১৯২৫ সালের সফরে কবির সেক্রেটারি ছিলেন লেনার্ড এলম্‌হার্স্ট। রবীন্দ্রজীবনীকারেরা এবং গবেষকরা এইসব উপাদান থেকে আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর এবং সফরোত্তর ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্রটি তৈরি করেছেন।

এতৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফর নিয়ে লেখা আর একটি বইয়ের সংযোজন অবশ্যই কৈফিয়ত দাবি করে। এ পর্যন্ত আহৃত তথ্য থেকে গবেষকদের সিদ্ধান্ত, অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকি এবং জুসেপ্পি তুচ্চি এই দুই ইতালীয় পণ্ডিতই মুসোলিনির হীন অভিসন্ধির সহযোগী, ইংরেজিতে যাকে বলে confederate। তাঁদের সম্বন্ধে বড় অভিযোগ হল তাঁরা দুজনেই, বিশেষত অধ্যাপক ফর্মিকি, রবীন্দ্রনাথের কিছুটা কাছে এসেছিলেন, উভয় সফরে তিনি প্রায় সর্বক্ষণই দোভাষীর কাজ করে গেছেন এবং রবীন্দ্রনাথকে আগলে রেখেছিলেন। তাই ইতালির রাজনৈতিক ও ভাষার অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, সংবাদ মাধ্যমকে নিপুণভাবে ব্যবহার করে, স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্যসাধনে রবীন্দ্রনাথকে কাজে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ সোজা কথায় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে মুসোলিনি ও তাঁর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রনীতির জয়গান করাতে চেয়েছিলেন। দীর্ঘ সময়ের দূরত্বে এই অভিযোগটি আর একবার নতুন করে খতিয়ে দেখা দরকার।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত অভিযোগটি যাচাই করতে হলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিতর্কমূলক তথ্যাদির পাশাপাশি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রপ্রাসঙ্গিক সংবাদগুলি খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আর সেই কারণেই তৎকালীন ইতালির সংবাদপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা খবরগুলির ভূমিকা কম নয়। তাছাড়া বিদেশের পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পরিবেশিত খবরগুলির প্রতি পাঠকের এক ধরনের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। এই উভয় উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান গবেষণার সূত্রপাত—কাজটি "স্পনসর" করে লন্ডনের Tagore Centre।

বর্তমান খণ্ডের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ইতালির সংবাদপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ। মহলানবিশের লেখায় তৎকালীন বেশ কয়েকটি ইতালীয় সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত খবরের অংশবিশেষ ইংরেজি অনুবাদে দেখতে পাই। কিন্তু তা তুলনায় যৎসামান্য। রবীন্দ্রভবনে ১৯২৫/২৬ সালের সংবাদ কর্তিকা ফাইলে ইতালির সংবাদপত্রের কর্তিকা খুবই কম। ব্রিটিশ লাইব্রেরির সংবাদপত্র অভিলেখাগারে সেই সময়কালীন ইতালির সংবাদপত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য। বলা বাহুল্য, লন্ডনে পুরনো ইতালীয় সংবাদপত্র সহজলভ্য নয়, লভ্য একমাত্র রোমের জাতীয় গ্রন্থাগারে *(Biblioteca Nazionale Centrale di Roma)*। তাই রোমের জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে সংবাদসংগ্রহ করা ছিল প্রথম পর্বের কাজ। বলা বাহুল্য, ব্যাপারটি সময় ও ব্যয় উভয়সাপেক্ষ। কিন্তু তার চেয়ে বড় বাধা ছিল ভাষার ব্যবধানে জাতীয় গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে (সাধারণত ইতালীয়দের ইংরেজি ভাষার অজ্ঞতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনীহাহেতু) যোগাযোগের। স্থানীয় ভাষার অজ্ঞতা কতরকমের বাধা সৃষ্টি করতে পারে তা আমরা (আমি এবং আমার স্ত্রী) প্রতিমুহূর্তে মর্মান্তিকভাবে অনুভব করেছি। যাই হোক বেশ কয়েকবার রোম গ্রন্থাগারে যাতায়াতের ফলে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংবাদ কর্তিকা আমাদের সংগ্রহে আসে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, আমাদের বর্তমান সংগ্রহ মূলত রবীন্দ্রনাথের সফরকালীন প্রকাশিত সংবাদগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। সফরের পূর্বেও

বিভিন্ন সময় রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদের সমালোচনা বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। সেইগুলি বর্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা উল্লেখ করি তিনি হলেন ভেনিসের অধিবাসিনী মারিয়া রিনাল্‌ডিন, সম্পর্কে আমার বৈবাহিকা। কবির ১৯২৫ সালের সফরে *Il Gazzettino di Venezia* পত্রিকার সমস্ত সংবাদ কর্তিকাগুলি তিনিই প্রথম আমাদের পাঠিয়েছিলেন। আমাদের সঙ্কলনের বাইরে ইতালির সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের সফরকালীন আর কোনও খবর নেই সেই দাবি করছি না, তবে যা পাওয়া গেছে তা বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপূরণে যথেষ্ট।

সংবাদ তো সংগ্রহ করা গেল। এর পরবর্তী পর্যায়ের কাজ হল সংবাদগুলিকে ইতালি থেকে ইংরেজিতে সঠিক ভাষান্তরিত করা। এই পর্যায়ের কাজ আরও দুরূহ কারণ প্রথমত পেশাদারি অনুবাদকের পারিশ্রমিক আকাশছোঁয়া। দ্বিতীয়ত, পেশাদারি অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন, সেটাও পারিশ্রমিকসাপেক্ষ। এই রকম দোলাচলের মধ্যে যখন পুরো পরিকল্পনাটি মুলতবি রাখার কথা চিন্তা করা হচ্ছে তখন হঠাৎই আমার কর্মস্থলে কনিষ্ঠতম সহকর্মী হয়ে যোগ দিলেন এক ইতালীয় তরুণী—রোজারিয়া ভেন্চুরা। তিনি অনুবাদ করতে এগিয়ে এলেন প্রায় অযাচিতভাবেই, তাঁর অনুবাদ যাচাই করেছিলাম মহলানবিশের লেখায় প্রকাশিত অনুবাদগুলির সাহায্যে (পরবর্তীকালে লেখকের সামান্যতম ভাষাজ্ঞান এই ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করেছিল)। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া ইংরেজি অনুবাদের সিংহভাগ তাঁরই করা। বর্তমান প্রকাশনায় ব্যবহৃত বাংলা অনুবাদগুলি রোজারিয়ার ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর। এর দু'বছর পরে Hull University-তে, সাল্‌ভাদোরীর ওপর গবেষণারত ক্লাউডিয়া ক্যাপেন্‌চিওনি Tagore Centre-এ এসেছিলেন কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য। কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে আমার কাজটি জানালে তিনি উৎসাহিত হন এবং রোজারিয়ার অনুবাদগুলি দেখে তিনি অনুকূল মত পোষণ করেন। পরে তিনি নিজেও বেশ কিছু অনুবাদে আমাকে সাহায্য করেছেন। বর্তমান বইয়ে ব্যবহৃত অনুবাদগুলির জন্য এঁরা দুজনেই ধন্যবাদার্হ।

এই প্রসঙ্গে ইতালির সংবাদপত্র নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। ইতালির সংবাদপত্রগুলি মূলত আঞ্চলিক। যেমন রোম থেকে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি "ব্রড শিট" দৈনিকের মধ্যে *Il Popolo d'Roma, Il Popolo d'Italia, La Tribuna* উল্লেখযোগ্য। মিলান থেকে প্রকাশিত *Corriere della Sera,* ভেনিস থেকে প্রকাশিত *Il Gezzettino di Venezia*, ত্যুরিনের প্রধান কাগজ *La Stampa* ইত্যাদিও বহুল প্রচারিত পত্রিকা। তবে ভারতের *The Times of India* কিংবা ব্রিটেনের *The Times* -এর মতো মুসোলিনির সমসময়ে (এবং, এখনও) ইতালিতে সবচেয়ে বহুল প্রচারিত অভিজাত দৈনিক হল *Corriere della Sera*। ইতালির বাইরেও এই সংবাদপত্রটির প্রচার ছিল। মুসোলিনি সরকারে আসার আগে এই সমস্ত সংবাদপত্র স্বাধীনমতাবলম্বী কিংবা বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক ও ক্ষেত্রবিশেষে পৃষ্ঠপোষক ছিল।

মুসোলিনি ইতালির মসনদে আহরণ করার পর তাঁর নির্দেশে প্রায় রাতারাতি সমস্ত পত্রিকাকে ফ্যাসিস্ট পত্রিকায় রূপান্তরিত করা হয়, এর ফলে অধিকাংশ পত্রিকা তাদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে—যথাস্থানে তা আলোচনা করা হয়েছে।

এইবার বর্তমান গবেষণাটি নিয়ে কয়েকটি কথা আলোচনা করি। রবীন্দ্রনাথের দুবার ইতালি সফরের ধারাবিবরণীর জন্য পূর্বোল্লিখিত উৎসগুলি যথেষ্ট। বর্তমান গ্রন্থে সেই প্রসঙ্গে যে নতুন কিছু আলোকপাত করা হয়েছে তা নয়। শুধু এই শতকের প্রথমদিকে প্রকাশিত দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ বিষয়টিকে নতুন করে ভাবার সুযোগ করে দিয়েছে। কার্লো ফর্মিকির স্মৃতিচারণ *India e Indiani* গ্রন্থটি মিলান থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে, কবির সফরের তিন বছর পরে। বলা বাহুল্য, ইতালীয় ভাষায় লেখা এই বইটির অস্তিত্ব ও বক্তব্য ভারতীয় গবেষকদের অজানাই থেকে যেত যদি না রোমের অধ্যাপক মারিও প্রায়ার ফর্মিকির বই থেকে রবীন্দ্রনাথের পর পর দুবার (১৯২৫ এবং ২৬) ইতালি সফরের স্মৃতিচারণ ইংরাজিতে অনুবাদ করে দুটি কিস্তিতে রবীন্দ্রবীক্ষায় (খণ্ড ৩৯ ও ৪০, ২০০১) প্রকাশ করতেন। যেহেতু এই মূল্যবান উৎসটি পূর্ববর্তী গবেষকদের হাতে ছিল না তাই তারা সঙ্গতকারণেই নির্দ্বিধায় এই দুই অধ্যাপককে চক্রান্তকারী বলে চিহ্নিত করেছেন। যদি কার্লো ফর্মিকির স্মৃতিচারণে সত্যের অপলাপ না হয়ে থাকে তাহলে অধ্যাপক ফর্মিকি ও তুচ্চির আপাতবিরোধী কিছু কিছু কাজ নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ আছে। উভয়েই ছিলেন প্রাচ্যতত্ত্বের প্রগাঢ় পণ্ডিত। তাই তাদের চক্রান্তকারীরূপে চিহ্নিত করার আগে সমস্ত তথ্য, ঘটনার পটভূমি এবং তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ অর্থাৎ, অভিযুক্ত করার যাবতীয় প্রমাণগুলি হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন। আমার মনে হয়েছিল পূর্ববর্তী গবেষকদের বিচার-বিশ্লেষণে কিছু তথ্যগত ফাঁক থেকে যাচ্ছে। আমি সেই তথ্যগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করেছি মাত্র। অবশ্যই ফর্মিকি ও তুচ্চির পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদী উকিলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইনি। তাঁদের অভিযুক্ত করা কিংবা অব্যাহতি দেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের ও গবেষকের।

এই প্রসঙ্গে ক্লাউডিয়ার মাধ্যমে অধ্যাপক সাল্‌ভাদোরীর দৌহিত্রী ক্লারা মুৎজারেলী ফরমেন্‌তিনির সঙ্গে যোগাযোগ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ক্লারার ব্যক্তিগত সংগ্রহে অনেক চিঠিপত্রের মধ্যে সাল্‌ভাদোরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের কিছু চিঠিপত্র এবং টেলিগ্রাম রয়েছে যার থেকে কিছু কিছু তথ্য এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সংগ্রহের অন্তর্গত সাল্‌ভাদোরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে জানতে পারি সাল্‌ভাদোরী তাঁর পুত্র ম্যাক্সকে এক সময় শান্তিনিকেতনে পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু তখন তুচ্চিও শান্তিনিকেতনে থাকায় পরিস্থিতির জটিলতার সম্ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ খুব একটা উৎসাহ দেখাননি। এ ছাড়া, ক্লারার সংগ্রহে *Corriere degli Italiani* পত্রিকায় প্রকাশিত *Il Poeta e l'Assassino* (The Poet and the Murderer) প্রবন্ধটির একটি কপি আছে। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সিনোরা সাল্‌ভাদোরীকে জানিয়েছিলেন প্রবন্ধটি পাওয়া সত্ত্বেও ভাষার অজ্ঞতার দরুন

তিনি তার মর্মোদ্ধার করতে পারেননি। মূল প্রবন্ধটি এবং তার ইংরেজি অনুবাদ পাঠিয়েছেন ক্লারা; বাংলা অনুবাদে তা বর্তমান বইয়ের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে। পরিশিষ্টে ডার্টিংটন অভিলেখাগারে রক্ষিত এলম্‌হার্স্ট এবং সাল্‌ভেমিনির কয়েকটি চিঠিপত্র; মিলানে (১৯২৫) অসুস্থতার মধ্যে, ডিউক স্কত্তির সঙ্গে মৃত্যু প্রসঙ্গে একটি দার্শনিক আলোচনা; অসুস্থতার জন্য ভেনিস ইউনিভার্সিটিতে যে বক্তৃতাটি দেওয়া সম্ভব হয়নি তার একটি খসড়া এবং সর্বোপরি সাল্‌ভেমিনির প্রবন্ধ *Tagore e Mussolini* বাংলা অনুবাদে সংযোজিত হল।

দুবার ইতালি সফরে রবীন্দ্রনাথ মোট চারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাগুলি সরাসরি ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। এদের মধ্যে মিলান (১৯২৫)-এর বক্তৃতাটির একটি অনুবাদ পরবর্তীকালে 'মনুষ্যত্বের জাগরণ' এই শিরোনামে কিছুটা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হয় প্রবাসীর সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। বাকি তিনটি বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ কোথাও নজরে আসেনি। বর্তমান বইয়ে উল্লিখিত চারটি বক্তৃতা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল বাংলায় ভাষান্তরিত করা হয়েছে।

এই কাজটির জন্য আমি অনেকের কাছেই ঋণী। প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয়, যিনি এই কাজ চলাকালীন আমার পাশে থেকে ক্রমাগত সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে এসেছেন, তিনি হলেন আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী দেবী কুণ্ডু। 'শাশ্বত নগরী' রোমের সব কিছু প্রলোভন উপেক্ষা করে, Piazza Colonna আব Fiazza Barberini-র ঝলমলে সন্ধ্যায় 'গবাক্ষবিপণন'-এর হাতছানি অগ্রাহ্য করে, সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত একনাগাড়ে মাইক্রোফিল্ম ও পুরনো খবরের কাগজ দেখে গেছেন, তিনি আমার পরম কৃতজ্ঞভাজন।

কৃতজ্ঞতার তালিকায় এর পর যাঁদের নাম স্বভাবতই উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন রোজারিয়া, ক্লাউডিয়া এবং ক্লারা—আমার তিনজন অনুবাদক। অনুবাদ ছাড়াও এঁরা আমাকে অনেক তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন রোমের অধ্যাপক মারিও প্রায়ার। মনে আছে রোমের এক কাফেতে বসে আমরা বেশ কিছু সময় ধরে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। যখনই কোনও চিন্তায় আটকে গেছি তিনি e-mail-এ কিংবা ডাকযোগে কাগজপত্র পাঠিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে মূল্যবান মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন অক্সফোর্ডের এমেরিটাস অধ্যাপক, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক শ্রীতপন রায়চৌধুরি এবং বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-অধ্যাপক ও প্রখ্যাত রবীন্দ্রগবেষক ড. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। এঁদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। ধন্যবাদ দিই টেগোর সেন্টারের সভাপতি শ্রীঅমলেন্দু বিশ্বাসকে, যিনি পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে নানা অভিমত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

ধন্যবাদ জানাই রোম লাইব্রেরির প্রধান গ্রন্থাগারিক প্যাট্রিসিয়া ক্যালিব্যাসি ও তাঁর

সহকর্মীদের, যাঁরা হাসিমুখে আমাদের না-বোঝা বাণী সহ্য করে গেছেন। আর সেইসঙ্গে রবীন্দ্রভবন ও ডার্টিংটন অভিলেখাগারের কর্মীদের। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যাই থাক না কেন, বইয়ের সৌষ্ঠব নির্ভর করে সুসম্পাদনার ওপর, সেই কাজটি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে সুসম্পন্ন করেছেন কবি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। সব শেষে কৃতজ্ঞতা জানাই রবীন্দ্রসদনের বিশেষ আধিকারিক শ্রীনীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিচয়সূত্রে পুনশ্চ প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার শ্রীসন্দীপ নায়েককে। এঁদের উদ্যম ও সহযোগিতা ছাড়া বইটির মুক্তি সম্ভব ছিল না।

রোমের প্রধান রেল টার্মিনাসের নাম *Termini*। এই *Termini*-র গা ঘেঁষে যে রাস্তাটি রোম ইউনিভার্সিটির দিকে চলে গেছে, সেই রাস্তা *via Marsala* থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে আড়াআড়ি অনেকগুলি রাস্তার একটি রাস্তায় ছিল আমাদের তৃতীয়বারের আস্তানা। ঘুরতে ঘুরতে এক সন্ধ্যায় সেই রাস্তার ঠিক পরের রাস্তার নাম দেখে আমরা কিছু সময়ের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। রাস্তাটির নাম *via Marghera*। মনে পড়ল এই রাস্তার ৪৩ নম্বর বাড়িটি ছিল ফর্মিকির ঠিকানা। এখন এটি হোটেল কিন্তু বাইরের দেওয়ালে ব্রাসপ্লেটের ওপর ৪৩ নম্বরটি জ্বলজ্বল করছে। এই বাড়িতেই কালিদাস নাগ ফর্মিকির সঙ্গে কতদিন আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছেন; রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত একটি সন্ধ্যা কাটিয়েছেন ফর্মিকি তাঁর ভগিনী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। সামান্য একটি কাকতালীয় ঘটনা কিন্তু রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম বই-কি!

লন্ডন
৭ মে, ২০০৮

ইতালি ১৯২৫

"কহিলাম, 'ওগো রাণী,
কত কবি এলো চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই .
ঊষার দুয়ারে পাখির মতো গান গেয়ে চলে যাই।"
—*ইটালিয়া (পূরবী)*

'ওগো রাণী, কত কবি এলো চরণে তোমার উপহার দিল আনি'—কবিতায় ইতালির বন্দনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৬ জুন ১৯২৬, ফ্লোরেন্সে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সোসাইটির বক্তৃতায় যেন কিছুটা আক্ষেপের সুরে বলছেন—'আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হত যদি আমি আমার খ্যাতির আগেই তোমাদের কাছে এসে পৌঁছুতে পারতুম তাহলে হয়তো আরো অন্তরঙ্গভাবে তোমাদের কাছে পেতুম, যেমন করে ইংরেজ কবি ব্রাউনিং, শেলী, কীট্‌স, বাইরন পেয়েছিলেন। আমার উচিত ছিল যৌবনে তোমাদের কাছে আসা।'[১] ইতালি সফরকালীন নানা সময়ে সাক্ষাৎকারে, বক্তৃতায় তাঁর এই আক্ষেপ ধ্বনিত হতে দেখব।

প্রিয় কবিদের মতো যৌবনে আসার সুযোগ হয়নি কবির। যদিও কৈশোরোত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ ইতালির মাটিতে প্রথম পা ফেলেছিলেন ১৮৭৮ সালে, ইংল্যান্ডে আসার পথে। কিন্তু সেই দেখা ছিল ক্ষণিকের। তখন ইংল্যান্ডে সমুদ্রপথেই আসতে হত। যাত্রীবাহী বড় বড় লাইনার এসে নোঙর ফেলত দক্ষিণ ইয়োরোপের কতগুলি বন্দরে। এই রকম এক বন্দর ব্রিন্দিসি। ইংল্যান্ডগামী যাত্রী যারা ব্রিন্দিসিতে নামত তারা ট্রেনে ইতালি ও ফ্রান্স পেরিয়ে পৌঁছত ক্যালে। ক্যালেতে আবার জাহাজে কিংবা স্টিমারে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে আসত সাদাম্পটন কিংবা ডোভারে। সেখান থেকে ট্রেনে লন্ডনের চ্যারিং ক্রশ কিংবা ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস। সতেরো বছরের সদ্য তরুণ কবি ইতালি ছুঁয়ে এই পথ ধরে প্রথম ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। প্রথম ইতালি দেখার রম্য স্মৃতি কিছু কিছু ধরা আছে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'। একইভাবে ইতালির মাটি ছুঁয়ে ইংল্যান্ড এসেছিলেন দ্বিতীয়বার ১৮৯০ সালে। প্রকৃত সফরের সুযোগ এল সাতচল্লিশ বছর পরে—১৯২৫ সালে।

১৯২০-২১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন একের পর এক যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, ইয়োরোপের দেশগুলি সফর করে চলেছেন পূর্ব-পশ্চিমের আত্মিক মিলনের স্বপ্ন নিয়ে, তখন কিন্তু ইতালিতে আসা হয়ে ওঠেনি। অথচ রথীন্দ্রনাথকে লেখা কার্লো ফর্মিকির চিঠিতে দেখছি সেই সময় কবির ইতালি আসার পরিকল্পনা ছিল এবং ফর্মিকিকে তা জানানো হয়েছিল। তার উত্তরে ফর্মিকি লিখেছিলেন (৮ মে, ১৯২১)—"এখানে (ইতালিতে) আপনার পিতার কাজ সম্বন্ধে সকলে যে কেবল অবহিত তা নয়, দেশের প্রতিটি রুচিশীল মানুষের কাছে তা উচ্চ প্রশংসিত। শুনে ভালো লাগছে যে তিনি রোমে এক সপ্তাহ কাটানোর কথা ভাবছেন। তাঁর ইতালি সফর সাফল্যমণ্ডিত হবে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত...।"[২] রবীন্দ্রভবনে 'ফর্মিকি-ফাইলে' রাখা ফর্মিকির এক টেলিগ্রাম থেকে মনে

হয় সেই সময় কবির প্রথম যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল ফ্লোরেন্সে। কারণ ১০ মে (১৯২১) ফর্মিকি রোম থেকে জুরিখে কবিকে টেলিগ্রাম করে জানতে চাইছেন—"Please wire me your arrival day and address at Florence—Prof. Formichi"। কিন্তু কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত সেই বছরের সফরসূচিতে ইতালিকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

১৯২৫ সালের আগে রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের সুযোগ না হলেও ইতালির সংবাদপত্রে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রতিবেদিত হয়ে আসছেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই—যেমন হয়েছে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে। ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর *Corriere della Sera*-সহ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের খবর প্রকাশিত হতে দেখি। *Corriere della Sera*-য় প্রকাশিত খবর :

ভারতীয় কবির নোবেল পুরস্কার

স্টকহোম থেকে এক টেলিগ্রামে ঘোষণা করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ টেগোর নামে এক ভারতীয় কবিকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ইনি ভারত তথা প্রাচ্যজগতে বেশ কয়েক বছর ধরে বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিচিত।

গত বছরের আগে পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ও ইয়োরোপে রবীন্দ্রনাথ টেগোরকে কেউ জানত না। গত বছরে তিনি ধর্মীয় স্তবগানের আদলে লেখা তাঁর কবিতার বই 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ করেন। এইগুলি গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয়দের কাছে পরিচিত; ছন্দবদ্ধ বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ—বাইবেলের ঢঙে লেখা। বিখ্যাত আইরিশ কবি য়েট্‌স 'গীতাঞ্জলি'-র মুখবন্ধে লিখেছেন : "ইংরেজি ভাষায় এই গীতিকবিতার সমতুল কোনও কাজ কেউ করেছেন কিনা আমি জানি না। এমনকি এই আক্ষরিক গদ্য-অনুবাদ থেকেও এক অসামান্য চিন্তাভাবনা ও স্টাইলের পরিচয় পাওয়া যায়।"

রবীন্দ্রনাথ টেগোর একজন সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর গান ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে, যেখানেই বাংলা ভাষায় কথা বলা হয়, সেখানেই গাওয়া হয়ে থাকে। তিনি বাংলায় ও সংস্কৃত ভাষায় শেলী ও টেনিসন অনুবাদ করেছেন।[৩]

ইয়োরোপে নাম না জানা এক অজ্ঞাতকুলশীল কবিকে হঠাৎ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মানে অভিষিক্ত করায় ইতালির বুদ্ধিজীবী পাঠকগোষ্ঠী সঙ্গতকারণেই যথেষ্ট বিস্মিত। তাই সাদামাঠা সংবাদের ধরনটি দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তখনও ইতালির কূলে *Gitanjali* এসে পৌঁছয়নি। জুসেপ্পি তানির করা *Gitanjali (Canti votivi)*-র[৪] কয়েকটি কবিতার অনুবাদের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে ইতালির পাঠকের প্রথম পরিচয় হল সেই সঙ্গে হল আধুনিক ভারতীয় মননের সঙ্গে ইতালীয় মননের মেলবন্ধন। *Gitanjali*-র অনুবাদ প্রসঙ্গে অনুবাদক নিজেই লিখেছেন :

"...অতীন্দ্রিয় কবিতাগুলির কাছে আমাদের ধীরে ধীরে পৌঁছতে হবে। অনুবাদ যথেষ্ট ধারালো ... কবি নিজেই সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে এক নিখুঁত সৌন্দর্য, আত্মানুগ, কাব্য-অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত সঙ্গীত সৃজন করেছেন যা সঙ্গীতের চরম লক্ষ্য।

কবিতাগুলি বিশ্বের শাশ্বত দেবতাত্মার কাছে এক পরিভ্রমিত মানবাত্মার প্রকম্পিত অঞ্জলি।..."[৫]

পরবর্তীকালে ইংরেজি তরজমা থেকে ইতালীয় ভাষায় রবীন্দ্রসাহিত্যের একাধিক অনুবাদ হয়েছে। বাংলা থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে ইতালীয়—পরপর দুবার অনুবাদের ফলে অনুবাদের সাহিত্যগত মান কী পরিমাণ রক্ষিত হয়েছে তা গবেষণাসাপেক্ষ। তবুও এই অনুবাদ থেকে টেগোর সম্বন্ধে ইতালির পাঠকের ধারণা হয়েছে যেন এক আধুনিকতার ফ্রেমে ধরা মধ্যযুগীয় অতীন্দ্রিয়বাদী সন্ত অসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস কিংবা জ্যাকোপন দ্য টোডির মতো। তাই ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের আসার আগেই ইতালির এক সংখ্যাগরিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী পাঠক তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এমনকি এক অখ্যাত গ্রামে 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয়ের খবরও পাওয়া যায়।

ইতালি সফরের সূত্রপাত

রবীন্দ্রনাথের ইতালি সফরের যোগাযোগের সূত্রপাত হয় দুটি বিভিন্ন ধারায়। ১৯২১ সালে ইস্টারের ছুটি কাটাতে প্যারিস থেকে রোমে বেড়াতে আসেন কালিদাস নাগ। তিনি তখন প্যারিসে সিল্‌ভ্যাঁ লেভির অধীনে গবেষণারত। রোমে এসে তাঁর পরিচয় হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকির এবং সেইসূত্রে দুই প্রাচ্যবিদ জিওভান্নি ভেক্কা এবং জুসেপ্পি তুচ্চির সঙ্গে। তুচ্চি তখন ছিলেন ইতালির সেনেটের গ্রন্থাগারিক। ফর্মিকি সেই সময় প্রায়ই নাগকে তাঁর বাড়িতে আলাপ আলোচনার জন্য নিয়ে আসতেন। দীর্ঘ সময় ধরে নানা বিষয়ে আড্ডা হত। ইতালির রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, সংস্কৃত কাব্য, আর ঘুরেফিরেই আসত রবীন্দ্রসাহিত্য ও শিল্প নিয়ে আলোচনা, আসন্ন বিশ্বভারতীর কথা। সংস্কৃত ও প্রাচ্যতত্ত্বের পণ্ডিত সুবাদে ফর্মিকির মনে ভারত সম্বন্ধে একটা 'প্যাশন' তৈরি হয়েছিল। গঙ্গার ধারে দিন কাটানোর স্বপ্ন দেখতেন ফর্মিকি। তার সঙ্গে যুক্ত হল রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথের *The Home and the World* পড়া শেষ করে বিমুগ্ধ ফর্মিকি একবার কালিদাস নাগকে লিখেছিলেন:

> "আপনার দেওয়া টেগোরের *Home and the World* আমি প্রায় গিলে খাওয়ার মতোই শেষ করলাম। এর মধ্যে যে এক অসামান্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেখতে পাচ্ছি তা যেন টেগোরের পক্ষেই সম্ভব। ক্রমশই আমার মন বলছে বর্তমান বিশ্বের জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আমার মৃত্যুর আগে যেন তাঁর সংস্পর্শের সুযোগ পাই—এটাই আমার আন্তরিক অভিপ্রায়। আপনি তাঁকে যে কোনওভাবে রাজি করান, প্রতিশ্রুতি আদায় করুন, যেন তিনি একবার অন্তত এই শাশ্বত নগরী রোমে ঘুরে যান।"[৬]

ফর্মিকি ভারতে আসার অনেক চেষ্টা করেও সফল হননি—নানা কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি লন্ডনে বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করেছেন, বোলোনে প্রভুদত্ত

স্বামীর সান্নিধ্যে এসেছেন। কয়েকটা ধর্মসম্মেলনে বহু ভারতীয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কাজ হয়নি। অবশেষে নাগ তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় হয়ত ফর্মিকির ভারতে যাওয়া সম্ভব হতে পারে—কালিদাস নাগ রোমের অধ্যাপককে সেই রকম একটা আভাস দেন। পরিকল্পনাটি ফর্মিকির মনঃপূত হলেও ঠিক সেই সময়ে কীভাবে তা কার্যকরী হবে তা ভেবে উঠতে পারেননি। ইতিমধ্যে নাগ ছুটি কাটিয়ে প্যারিসে ফিরে আসেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই সময় ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বিশ্বভারতীর জন্য অভ্যাগত অধ্যাপকের সন্ধান করে চলেছেন। সম্ভবত কালিদাস নাগই অধ্যাপক ফর্মিকি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম অবহিত করেন। ফর্মিকির মতো জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে বিশ্বভারতীর উপকার হবে এ সম্বন্ধে নাগের কোনও সংশয় ছিল না। মনে হয় নাগের পরামর্শে কবির ইতালি সফরের অভিপ্রায় জানিয়ে রথীন্দ্রনাথ ফর্মিকির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেই চিঠির উত্তরে ফর্মিকির চিঠিটি বর্তমান পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। যাই হোক, আগেই বলা হয়েছে সেই বছরে রবীন্দ্রনাথের ইতালিতে আসার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। পরবর্তী দু'বছর কবির ইতালি সফরের ব্যাপারে আর নতুন কোনও কিছু ঘটেনি। ১৯২৩ সালে দেশে ফেরার পথে নাগ আবার রোমে আসেন এবং ফর্মিকির সঙ্গে দেখা করেন। সেই সময়ও রবীন্দ্রনাথকে ইতালিতে নিয়ে আসার জন্য নাগের সঙ্গে আবার একবার ফর্মিকির আলোচনা হয়।

১৯২৩ সালে, অন্য আর একটি সূত্রে, P A Waring এবং Melvin L Brorby নামে দুজন ইংরেজ ভারত ও ইতালির মধ্যে ছাত্রছাত্রী বিনিময়ের এক প্রকল্প নিয়ে আলোচনার জন্য ইতালি থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন। পরে এঁরা দুজন কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় এক দীর্ঘ চিঠি দেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল—

> "... আজ আমরা ইতালিতে ড. আসাজিওলি এবং তাঁর ছাত্র, যাঁর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, তাঁকে শান্তিনিকেতন ও ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রী বিনিময় প্রসঙ্গে চিঠি দিচ্ছি। আশা করি অমিয়বাবু[১] যেতে পারবেন এবং ইতালির মানুষ যারা প্রাচ্যের কাছে অনুপ্রেরণার বাণী চায় তাদের কাছে বিশ্বভারতীর ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারবেন। সেই রকম ফ্লোরেন্সের কোনও ছাত্র যিনি দান্তে, সেন্ট ফ্রান্সিস, ম্যাত্‌সিনির আদর্শে অনুপ্রাণিত তিনিও ভারতে মূল্যবান কিছু নিয়ে যেতে পারবেন। ইতালির এই ধরনের ব্যক্তিদের আপনার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগের জন্য লিখেছি। এরা এত বেশি উৎসাহী—এদের সঙ্গে আলোচনা করলে অনেক ভাল পথ বাতলে দিতে পারবেন।..."[২]

চিঠির উত্তরে কী লেখা হয়েছিল তার কোনও নকল পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে ১ সেপ্টেম্বর শিলং থেকে লেখা Waring এবং Brorby-র আর একটি চিঠি আসে। সেই চিঠিতে লেখা ছিল—

... " ... আপনার সঙ্গে আলোচনার পর আমরা ফ্লোরেন্সে ড. রোবের্তো আসাজিওলিকে লিখেছি ... তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে ; তিনি লিখেছেন আমাদের এই পরিকল্পনা যাতে কার্যকরী হয় তার চেষ্টা করবেন। তিনি রোমে গিয়ে ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতের অধ্যাপক ফর্মিকির সঙ্গে কথা বলেছেন। তিনিও এ ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। দুজনেই ব্যাপারটি খতিয়ে দেখছেন। তাঁদের ধারণা ইতালি সরকার এ ব্যাপারে আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। ... ফ্লোরেন্স ও রোমের এই দুই ব্যক্তি বর্তমান ইতালির শ্রেষ্ঠ মনের প্রতিনিধি। এই দুজনই আপনাকে ১৯২৪ সালে তাঁদের দেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।"[৯]

এর পর উল্লিখিত প্রসঙ্গে আর কোনও চিঠি পাওয়া যায়নি।

১৯২৪ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ চীন ও জাপান সফরে বের হন। জাপান সফরকালে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎই দক্ষিণ আমেরিকার পেরু সরকারের কাছ থেকে ১৯২৪ সালে পেরু রাজ্যের স্বাধীনতা শতবার্ষিকী উৎসবে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পান এবং তা গ্রহণ করেন। কবির বক্তৃতার পারিশ্রমিক ও পাথেয় বাবদ পঞ্চাশ হাজার ডলারের প্রতিশ্রুতি দেয় পেরু সরকার। পেরুর রাষ্ট্রদূত অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কবির পেরু সফর পাকা করে ফেলেন। কবির সঙ্গে সফররত এল্‌মহার্স্ট তখন কবির সেক্রেটারি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনে তার করে রথীন্দ্রনাথকে তা জানিয়ে দেন। এই সফরে কালিদাস নাগও কবির সঙ্গী ছিলেন।

ইতিমধ্যে রোমে (২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪) রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত আইনজীবী ডি. জে. ইরানি-র[১০] সঙ্গে ফর্মিকির সাক্ষাৎ হয় এবং কবির ইতালি সফর নিয়ে নতুন করে আলোচনা হয়। ফর্মিকি তাঁদের আলোচনা এক চিঠিতে কালিদাস নাগকে জানান। সেইসঙ্গে ফর্মিকি রবীন্দ্রনাথকেও এক চিঠিতে লেখেন (৯ মার্চ, ১৯২৪) :

"আপনার বন্ধু ইরানি ইতালি আসার ব্যাপারে আমাদের মনে যে আশা জাগিয়েছেন তা কি এবার বিশ্বাস করতে পারি? কালিদাস নাগ মারফত সবকিছু বিস্তারিত জানাবেন। আপনি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন সব জায়গায় ঘুরেছেন। এবার আর ইতালিকে অবহেলাভরে সরিয়ে রাখা ঠিক হবে না। ইতালি আপনাকে যেরকম শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তা অন্য দেশের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। আপনি এদেশে এসে পৌঁছালেই আমার কথা কত সত্য তা উপলব্ধি করতে পারবেন। ভরতপক্ষী যেমন ঊষার অপেক্ষায় থাকে, তার চেয়ে অধীর আগ্রহে সারা দেশ আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইতালির মানুষ আপনাকে স্বাগত জানাতে উন্মুখ। আমিও তাদের একজন। শ্রদ্ধাসহ—কার্লো ফর্মিকি।"[১১]

কবির সঙ্গে জাপান ভ্রমণরত কালিদাস নাগ ফর্মিকির চিঠি পান জুন মাসে। নাগ সেই চিঠির উত্তরে ফর্মিকিকে লেখেন :

"আমি একই দিনে আপনার ও ইরানির চিঠি পেলাম। এই বছরেই যাতে টেগোর ইতালি সফরে যেতে পারেন তার জন্য তাঁকে প্ররোচিত করে চলেছি। ইতিমধ্যে আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের সময় আর একটি নতুন সুযোগ এসেছে। লাতিন আমেরিকার